## Cine-মা - ইন্দ্রাশীষ আচার্য

Indrasis Acharya is an award winning movie director and story writer

একটু ওয়েট করবেন প্লিজ! ৯৮ রানে আটকে আছে বেচারা , দু রান একটু ওয়েট করুন না ! হাসতে হাসতে অনুরোধ করলেন ভদ্রমহিলা। ডাক্তার বাবু ও বললেন ভালই হোল "একসাথে দেখি এমন সুযোগ পাওয়া যায় না। Patient যখন রিকোয়েস্ট করছেন " ভদ্রমহিলা বলেছিলেন ওনার একটা নাম আছে তারপরে একটা 'দি' যোগ করে বা না করে বললেও হবে কিন্তু ওই Patient কথাতা শুনতে কথাটা না বললেই ভাল। পরের বলেই দুরান পেলেন সৌরভ গাঙ্গুলি । দুজনেই হাততালি দিলেন তারপর ডাক্তার বাবু এসে ভদ্রমহিলার হাতে বহুদিনের করা চ্যানেল এ ঢুকিয়ে দেবার ব্যাবস্থা করলেন paclitaxel. কেমোথেরাপি ড্রাগ শরীর এ অসম্ভব জ্বালা ধরিয়ে দিলেও সেদিন সৌরভ গাঙ্গুলির করা আরও ৪০ রান দেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ।এভাবেই দিন কেটে গিয়েছিল সাড়ে তিন বছর ধরে। কখনো গান কখনো ক্রিকেট কখনো গল্প আড্ডা কিছুই বাদ ছিল না । বাদ ছিল শুধু রোগের কথা। অসুস্থতার কথা। ৩ টে কেমথেরাপির পরেই আলাপ হয়ে গিয়েছিল প্রায় সাব মানুষের সাথে যারা তার সাথে ভরতি থাকতেন। কখনো paclitaxel, কখনো taxol, কখনো gemicitabine চলছে আর চলছে তাদের ভয়ানক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আর চলছে আড্ডা। কার কার কি কি ইচ্ছে বাকি দিন গুলর জন্য। যেন ১০০ মিটার দৌড়ের জন্য বন্দুক দাগা হয়েছে আর শুরু হয়েছে দৌড়। আমি ভাগ্যবান এই দৌড় আমার চোখের সামনে দেখেছি । মনে হয়েছে এই রোজ রোজ অফিসের ঘরে বন্দি থেকে কাজ করতে করতে পা দুটো অসাড় হয়ে গ্যাছে।চলতে ইচ্ছে করে না আর। রাতে যখন জ্যোৎস্না এসে ঘরে পড়ত ভীষণ মনে হত এই ভদ্র মহিলার কথা কত রাতে আমি শুনেছি উনি গাইছেন একলা , একেবারে একলা "যেতে যেতে একলা পথে" যার আশ্রয় যিনি , রবি ঠাকুর, উনি টাই বলতেন , কখনো রবীন্দ্রনাথ বলতে শুনিনি । ওনার স্বামী এলে বলতেন বাড়ীর এখনও কি কি কাজ বাকি ছেলের কোন জিনিস টা ওনার স্বামী এখনও জেনে উঠতে পারেননি । কত রাত সবাই জেগে কাটিয়েছে কখনো স্ত্রী কখনো স্বামী ,কিন্তু কেউ কাউকে বুঝতে দেয়নি। এই প্রগাঢ় নিরুদ্দেশ বড় আন্তরিক। তিনি চলে গ্যাছেন ২০০৯ এ, বেছে আছে তার সব কিছু। টাই নিয়ে বেছে থাকেন ওনার স্বামী।

এই ঘটনার পর মনে হয় অনেক কিছু করে যাচ্ছি যা মনে হত অপচয় তাই চেষ্টা করলাম একেবারে নতুন কিছু করার, প্রতিরধ এল, আমার জেদ তত বাড়ল, নিজের কিছু ক্ষমতা আছে কি নেই বিচার করলাম না, বিচার করলাম আমাকেও ভাল থাকতে হবে আমার ভাল লাগা কিছু করতে হবে। এই মহিলা আর তার তুই বন্ধু কে নিয়ে (অবশ্যই বানিয়ে) এই বিষয় নিয়ে একটা ছবি করি "Living Beyond The Line". ওই আর কি, একটা ছবি, স্রেফ ছবি। অনেকের কাছে "বই" । ছবি বলা লোকেরা বই বলা লোকেদের দুচোখে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু আমার ত মনে হয় বই অথবা ছবি দুটোই যাকে আমরা সিনেমা বলি তাকে বলে না। চলমান ছবি বরং ঠিক। যাইহোক সেই ছবি অতি খাজা ছবি হয়েছিল কিন্তু লোকে গল্পটা ভালবেসেছিলেন । ছবিটি বেস্ট debutant Director and Best Film award ও পায় । আমার বিশ্বাস গল্পের জন্য ছবিটি পুরস্কৃত হয়েছিল ।NAVATARANGAM AWARD from 4th National Film Festival যে কোনও কারণেই হোক ওই নেশা আমাকে খেতে লাগল। নিজের ক্ষমতা কতটা কিছুই যাচাই না করে শুরু করেদিলাম ছবি করা। মানে নিজের ভাড়ারে যা আছে তাই থেকেই। চাকরি করতে করতে করাটা সজা নয়। পুঁজি তেও টান পড়ে ।মাইনে জমিয়ে জমিয়ে এক একটা ছবি,আবার মাইনে থেকে জমিয়ে আবার। তবে যাইহোক যেহেতু সব জেনেই করতে আসা আর চাকরিটিও বজায় রাখতে হবে টাই কোনও অনুযোগ নয়। পরের ছবি "একটু আন্তরিকতার জন্য" একজন Autistic ছেলেকে নিয়ে গল্প। বিশয়ঃ এইরকম ছেলে বা মেয়েকে অনেকেই মানে প্রায় সবাই যে আহা উহু করে থাকেন, কিন্তু ছেলেটি তার কাছে সময় দাবি করলেই অসময়য় বাজ পড়ার মত প্রস্থান করেন সকলেই কম বেশি। ব্যাতিক্রম আছে অবশ্যই এই ছবিটি দেশ বিদেহ মিলিয়ে ৮-৯ খানা পুরস্কার পায়। । তারপর "অনেকের মধ্যে একজন" এক ভদ্রলোক সময় কাটাবার জন্য নিজে অভিনেতাদের বাড়ীতে ডেকে এনে স্ক্রিপ্ট দেন আর নিজের মেয়ে, প্রেমিকার , ছেলের অভিনয় করতে বলেন। সাময় মাপা হয় কলে লিক করা জল বালতিতে ভরে। শেষ ছোট ছবি "আনফেয়ারি" নির্বাক। আপনি আমি সে এবং ও সবাই প্রায় সমান সব বিষয়ে নয় কিছু কিছুতে, এখানে এক মেয়ের স্বপ্নভঙ্গের গল্প , মেয়েটি একজোড়া ডানা পেয়েছিল, উড়েও ছিল কিন্তু মুস্কিল হোল ডানা দুটি বিশ্বাস করে কারুর কাছে গচ্ছিত রাখার পর। পরে সে নিজেই তার ডানা দুটি পুড়িয়ে দেয়। এটা NDTV Prime channel এ দেখান হয়েছে , Chicago South Asian Film Fest এ Special Mention পেয়েছে আর অনেক এদিক ওদিক অফিসিয়াল selection ও পেয়েছে। সে যাই হোক কাজের কথায় আসি অনেক ঢাক ঢোল পেটান হোল ইমশানাল অত্যাচার ও হোল। কারন হোল আমার এই নেশা বন্ধ করার জন্য আমার অতি প্রিয় এক বন্ধু পয়সা ধেলে আমার বিবেক কে লজ্জা দিছেন । তিনি কোনও ধনকুবের নন চাকুরে , তাও দিচ্ছেন । আমিও নিচ্ছি । হ্যা একটা বড় ছবি করছি। প্রায় ৬ বছর লড়ার পড়ে। ছবিটা হলে দেখবেন, দেখাবেন যদি আদৌ ভাল লাগে। ছবির নাম "বিলু রাক্ষস" । এক কর্পোরেট চাকুরের হটাৎ সখের গল্প। কলকাতা, সময় আর শেকড়ের টানের একটা বিপদজনক মিশেল। যদি দ্যাখেন উৎসাহ দেন, কৃতজ্ঞ থাকব। ওনেক শুভেচ্ছা রইল, প্রনাম নেবেন, আশীর্বাদ করবেন। অনেক ধন্যবাদ।